বিভিন্ন জল বিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৩২০ হেঃ এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পাদিত হয়েছে।

উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ অধিকার, কৃষিবিভাগ, ত্রিপুরা, কর্তৃক রূপায়িত স্কিম/কর্মসূচি ঃ—

- উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় তথা হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলির জন্য হর্টিকালচার মিশন (HMNEH) ।
- ন্যাশনাল মিশন ফর মাইক্রো ইরিগেশান (NMMI)।
- রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (RKVY)।
- রাজ্য উদ্যান উন্নয়ন পরিকল্পনা (STATE PLAN)।
- শহর নিকটবর্তী গুচ্ছ এলাকার জন্য জাতীয় সব্জি উদ্যোগ (NVIUC)।

ত্রিপুরা সরকারের উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ অধিকার দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ও
" এপমিনা প্রিন্টার্স " আগরতলা, ফোন ঃ ৯৮৬২১৫৫৯০৭/ ৯৪৩৬৪৫১৭৫৭, থেকে মুদ্রিত।

ত্রিপুরা সরকার

ত্রিপুরায় উদ্যান ফসল ও ভূমি সংরক্ষণে অগ্রগতি

(২০১২-২০১৩)

উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ অধিকার
আগরতলা, ত্রিপুরা

পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে আমাদের রাজ্যে এখন পর্যন্ত উদ্যান ফসল চাষের উল্লেখযোগ্য প্রসার এবং উন্নয়ন ঘটেছে। নীচের সারণীতে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ফসল	১৯৭২		১৯৭৮		১৯৯৮		২০১৩ (প্রভিশনাল)	
	এলাকা	উৎপাদন	এলাকা	উৎপাদন	এলাকা	উৎপাদন	এলাকা	উৎপাদন
ফলচাষ	৯.৩০	৭২.২০	১২.৭৪	১৩৯.৪২	২৪.২৩	৩৬৩.৫২	৬২.৬৩	৭৫০.০০
বাগিচা ফসল চাষ	৩.১৩	৪.৭৫	৪.৩১	৬.৭৯	৮.২৬	১৩.৬২	১৭.৯৯	৪০.০০
মশলা চাষ	১.০০	৫.০০	১.৬৯	৭.০৭	৪.০০	১৩.৯৭	৪.৩৬	২২.০০
সব্জি চাষ (আলু সহ)	৬.০০	৩০.০০	৭.৫৯	৫২.৫৬	১২.৯০	১২৭.৭৮	৪৩.০১	৭৩৮.০০
মোট	১৯.৪৩	১১১.৯৫	২৬.৩৩	২০৫.৮৫	৪৯.৩৯	৫১৮.৮৯	১২৭.৯৯	১৫৪৬.০০

এলাকা-'০০০ হেঃ উৎপাদন- '০০০ মেঃ টন

১৯৭২ সালের তুলনায় উদ্যানচাষে ৬.৫৮ গুন এলাকা বৃদ্ধি হয়েছে এবং ১৩.৮ গুন উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে উদ্যান চাষের মাধ্যমে কৃষকরা অধিক উপার্জন করে জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছেন।

বর্তমানে উদ্যানজাত ফসলের চাহিদা ও উৎপাদন

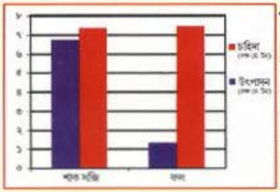

পুষ্টি নিরাপত্তার নিরিখে I.C.M.R.-এর সর্বশেষ সুপারিশ (২০১১) অনুযায়ী রাজ্যে বর্তমানে চাহিদার তুলনায় অধিক পরিমাণ সব্জি এবং ফল উৎপাদন হচ্ছে।

পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সাফল্য (২০০২-২০১২)

ক্রমিক নং	ফসল	এলাকা বৃদ্ধি (শতাংশ)	উৎপাদন বৃদ্ধি (শতাংশ)
১	ফল	৯৭.৮৪	১১৪.৬৬
২	বাগিচা ফসল	৭১.৭৩	৩২২.০০
৩	মশলা	৩০.৩৮	৬৪.৭১
৪	শাক সব্জি	৩৮.৯৬	১৪৫.৩৩
৫	আলু	২৩.৩০	১০.৮১
৬	ফুল	১০০.০০	১০০.০০

পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপায়নের ফলে উদ্যান পালনের ক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশ সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীকালে এই উন্নয়নকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে এক পথ নির্দেশিকা (২০১৩- ২০১৭ পর্যন্ত) তৈরী হয়েছে। কৃষক প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি এবং দপ্তরের আধিকারিকদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের আলাপ আলোচনা এবং মতবিনিময়ের মাধ্যমে এই পথনির্দেশিকা তৈরি হয়।

২০১২-১৩ তে উদ্যান চর্চায় অগ্রগতি

ফল ও বাগিচা ফসল চাষ

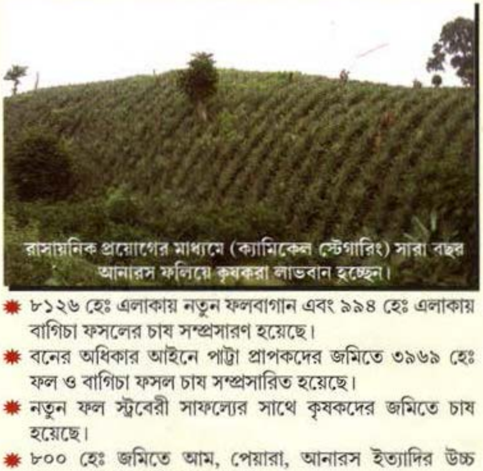

রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে (ক্যামিকেল স্টেগারিং) সারা বছর আনারস ফলিয়ে কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন।

- ৮১২৬ হেঃ এলাকায় নতুন ফলবাগান এবং ৯৯৪ হেঃ এলাকায় বাগিচা ফসলের চাষ সম্প্রসারণ হয়েছে।
- বনের অধিকার আইনে পাট্টা প্রাপকদের জমিতে ৩৯৬৯ হেঃ ফল ও বাগিচা ফসল চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে।
- নতুন ফল স্ট্রবেরী সাফল্যের সাথে কৃষকদের জমিতে চাষ হয়েছে।
- ৮০০ হেঃ জমিতে আম, পেয়ারা, আনারস ইত্যাদির উচ্চ ঘনত্বের বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে।
- সরকারি নার্সারীতে ১২.০০ লক্ষ এবং বেসরকারি নার্সারীতে ৩০ লক্ষ চারা উৎপাদন হয়েছে।

* কমলা চাষের উন্নয়নের জন্য চোখ কলমের (eyebudding) সাহায্যে ১লক্ষ চারা উৎপাদনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। জম্পুই পাহাড়ে এবং কিল্লাতে উন্নত উচ্চ ফলনশীল কমলা মাতৃ গাছের নির্বাচন করে ৫টি সরকারি বাগানে কলমের সাহায্যে চারা উৎপাদনের এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

* মোসাম্বীর নতুন জাত 'ভ্যালেনসিয়া' বিদেশ থেকে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
* ৭টি নতুন নার্সারী করা হয়েছে।

আম্রপালী জাতের আম ত্রিপুরার ঘরে ঘরে একটি জনপ্রিয় নাম।

সব্জি চাষ

* ৬৭০ হেঃ অপ্রচলিত এলাকায় সব্জিচাষ শুরু করা সম্ভব হয়েছে।
* ১২৩৯ হেঃ অপ্রচলিত উপজাতি এলাকায় আলু চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে।
* ২০০০ মেঃটন টি.পি.এস গুঁড়ি বীজ আলু উৎপাদন হয়েছে।
* ১২৯০ হেঃ জমিতে অসময়ের সব্জির চাষ এবং ২০৯২২ হেঃ জমিতে সরকারি সহায়তায় হাইব্রীড সব্জি চাষ হয়েছে।
* জাতীয় সব্জি গুচ্ছ উন্নয়ন উদ্যোগে (NVIUC) ৮৯৫ হেঃ জমিতে সব্জি চাষে বিভিন্ন সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
* প্রতিটি কৃষি/উদ্যান মহকুমায় সব্জি চাষীদের উৎসাহিত করতে সব্জি প্রদর্শনী করা হয়েছে।

* উচ্চ প্রযুক্তিতে উন্নতমানের সব্জী চারা উৎপাদন তথা সব্জী চাষে উন্নত বাণিজ্যমুখি প্রযুক্তি প্রদর্শনের জন্য একটি ''সব্জী উৎপাদন প্রযুক্তি উৎকর্ষ কেন্দ্র" (Centre of excellance for vegetables) চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
* তরমুজ চাষের প্রসারে ৩৭০ হেঃ এলাকায় মোট ১২৪.৮৮ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, এছাড়া ১০০০ জন কৃষককে ৫০০টাকা মূল্যের তরমুজ বীজের মিনিকিট বিতরণ করা হয়েছে।

মশলা চাষ

মশলা চাষের ক্ষেত্রে মূলত আদা, হলুদ, লঙ্কা এবং গোল মরিচ চাষে জোর দেওয়া হয়েছে।

ফুল চাষ

গাঁদা, রজনীগন্ধা, গ্লেডিওলাস, গোলাপ, লিলিয়াম ইত্যাদি খোলা মাঠের ফুলের জন্য সরকারীভাবে সহায়তা করা হয়েছে।

এছাড়া গ্রীণ হাউসের বিভিন্ন ফুল যেমন- অ্যান্থোরিয়াম, জার্বেরা এবং অর্কিড চাষের জন্যও কৃষকদের সহায়তা করা হয়েছে।

রাজ্যে মোট ২৫২.৪০ হেঃ জমিতে ফুল চাষ হয়েছে।

সেচ ও জলের উৎস নির্মাণ

NMMI কর্মসূচীর মাধ্যমে ড্রিপ ইরিগেশানের জন্য ভর্তুকীর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেচের জন্য পাকা জলাধারে বৃষ্টির জল আহরণ করে সর্বোচ্চ ৬০ কানি জমিতে উদ্যান ফসল চাষের সুযোগ বিভিন্ন জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষি প্রশিক্ষণ

মোট ৬৫৫০ জন কৃষককে বিভিন্ন উদ্যান প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

পরাগ সংযোগী মৌমাছির প্রতিপালন

উদ্যান-জাত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে হর্টিকালচার টেকনোলজি মিশনের সহায়তায় ত্রিপুরা খাদি উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমে পরাগসংযোগী মৌমাছি প্রতিপালনের জন্য ১২০০টি মৌমাছির কলোনী বিভিন্ন নির্বাচিত কৃষকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।